কৃষ্ণেতে অর্পিত দেহ এ দেহ কৃষ্ণের।
আছুক অন্যের কার্য্য নিজে হৈল ফের।।
হাত-পা বাহির হয়ে সন্ধি কল ছুটে।
কচ্ছপ-আকার হ'য়ে ক্ষণে পশে পেটে।।
যদ্যপি প্রভুর মনে থাকে কোন ভাব।
যা দেখিনু তা লিখিনু গ্রন্থের যে ভাব।।
তবেত প্রভুর মনে কামনা রহিল।
অকামনা প্রেমভক্তি কই পাওয়া গেল?
কামনা রহিল, আছে দৃষ্টান্ত তাহার।
অদ্বৈতের করে ধরি বলে বার বার।।
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি সেই লীলার প্রচার।
শেষ যে করিব লীলা মোরা চমৎকার।।
তুমি আমি নিত্যানন্দ এই তিনজন।
করিব নিগূঢ় লীলারস আস্বাদান।।
তুমি হ'বে রামচন্দ্র আমি শ্রীনিবাস।
দাদা নিত্যানন্দ হবে নরোত্তম দাস।।
শেষ লীলা তিন জন করিল আসিয়া।
প্রচারিল প্রেমভক্তি খেতর যাইয়া।।
নিগূঢ় ভজনলীলা করে তিনজন।
ভাগ্যবান ভক্ত যারা করে দরশন।।
তাদের ভজনগ্রন্থ পড়ে দেখ ভাই।
অকামনা প্রেমভক্তি তা'তে বর্ত্তে নাই।।
উদ্দেশ্য থাকিল পুনঃ আসিয়া ধরায়।
ঐ প্রেম আস্বাদিব তিন মহাশয়।।
সে কারণ অবতার হৈল প্রয়োজন।
সফলানগরে যশোবন্তের নন্দন।।
শচীর নন্দন যবে পড়ে পাঠশালে।
পড়ুয়ার সঙ্গে সদা হরি হরি বলে।।
যেজন না বলে হরি কর্ম্মসূত্রে মরে।
ঠেঙ্গা ল'য়ে যায় প্রভু তারে মারিবারে।।
সেই গিয়া করে সায় পাষণ্ড সঙ্গেতে।
মারিব মিশ্রের সূতে আইলে মারিতে।।
অন্তর্যামী ভগবান জানিলেন চিতে।
এরূপে না পারিলাম হরিনাম দিতে।।
একবার মাতাকে দিলাম পরিচয়।
গ্রহণের বেড়ি গড়ি' দিল মোর পায়।।
স্বীয় পরিচয় তাহে দিবার কারণে।
উদয় হইনু হস্তগণকের স্থানে।।
সে মোরে গণিয়া বলে নন্দের নন্দন।
এবে শচীসূত জীব উদ্ধার কারণ।।
কর্মসূত্রে বৃদ্ধ-জীব না চিনিল মোরে।
গণিয়া দেখিয়া বলে একি হ'তে পারে?
প্রভু কন তার পূর্ব্ব জন্মে কেবা আমি।
ঠিক করি গণনা করহ দেখি তুমি।।
গণক বলেন 'ছিলে অযোধ্যার রাম।
কৌশল্যা জননী পিতা দশরথ নাম।
তুমি ছিলে রামচন্দ্র জগতের মূল'।
ফিরে বলে 'এ গণনা হইয়াছে ভুল'।।
কর্মসূত্রে বদ্ধ-জীবে উদ্ধারি কেমনে।
কাঙ্গাল হইব আমি তাহার কারণে।।
কেশ-মুড়ি কড়া-ধরি হইব কাঙ্গাল।
ঘরে ঘরে মেগে খাব হইয়া বেহাল।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুরাইব মনস্কাম।
হাতে ধরি পায়ে ধরি দিব হরিনাম।।
কাঙ্গাল দেখিয়া মোরে দয়া উপজিবে।
চিত্ত দ্রবীভূত হ'লে হরিনাম ল'বে।।
মুকুন্দ মুরারী আর নিত্যানন্দে ল'য়ে।।
কহিলেন মনোকথা নিভৃতে বসিয়ে।।
পরে কহিলেন শচী মাতাকে কাঁদিয়া।
তাহা শুনি শচীরাণী অধীরা হইয়া।।
কহিলেন শচীমাতা বাপরে নিমাই'।
ছেড়ে যদি যাও রাখিবার সাধ্য নাই।।
অনেক বিলাপ মাতা করিল তাহাতে।
সান্ত্বনা করিল মা'কে মধুর বাক্যেতে।।